দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 15/9/79 ...
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম 4 ...

কামরুল ইসলাম

জাকিয়া নুরুন্দীন

মাহজাবীন আহমেদ

ওরা সবাই ডাক্তার হতে চায়

।। সুনীল ব্যানার্জী ।।

গোলাম সামদানী এইচএসসি পরীক্ষায় এবার ঢাকা বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম হয়েছে। সে এসএসসি পরীক্ষাতেও প্রথম হয়েছিল। অবশ্য কুমিল্লা বোর্ড থেকে।

সামদানী একজন নামকরা ডাক্তার হতে চায়। গ্রামে ভালো ডাক্তার নেই। ডাক্তার হয়ে সে গ্রামবাসীদের চিকিৎসা করবে। গরীবদের বিনা পয়সায় ওষুধ বিলাবে।

একথা জানালেন সামদানীর চাচাত ভাই জনাব আবদুল হক। সামদানী এর ২৭, ফ্রি স্কুল স্ট্রীটস্থ বাসায় থেকে পড়াশুনো করতো।

জনাব হক জানান: সামদানীকে পড়াশুনায় সাহায্য করার কেউ ছিল না। সে নিজের চেষ্টায় প্রথম হয়েছে। গড়ে দৈনিক ১৮।১৯ ঘন্টা পড়াশুনা করেছে সে।

৬ ভাই ১ বোনের মধ্যে সামদানী বড়। সামদানীর বাবা জনাব নুরুল ইসলাম ছোটোখাটো ব্যবসা করেন। জমিজমা তেমন নেই। টানাটানির সংসার।

সামদানীদের বাড়ি কুমিল্লার মুরাদনগর থানাধীন আকুবপুর গ্রামে। সে এখন দেশের বাড়িতে রয়েছে।

কামরুল ইসলাম

যেমন পড়াশুনা, তেমনি খেলাধুলায় সুনাম রয়েছে কামরুল ইসলামের। সে এবার ঢাকা বোর্ডের

(শেষ পৃ: ৭-এর কঃ দ্রঃ)

সবাই ডাক্তার হতে চায়

(১-এর পৃঃ পর)

সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বিতীয় হয়েছে।

৬ ভাই, ২ বোনের মধ্যে কামরুল সপ্তম। তার বাবা, জনাব রফিকউদ্দীন মিনা একজন নামকরা পাট ব্যবসায়ী।

কামরুল আমেরিকার ব্রান্ডাইস ইউনিভার্সিটির একটা স্কলারশীপ নিয়ে সম্প্রতি ঢাকা ত্যাগ করেছে। সে সেখানে কম্পিউটার সায়েন্সের অনার্সে ভর্তি হয়েছে। অনার্স শেষ করে মেডিসিনে পড়াশুনা করাই হলো কামরুলের আশা। কামরুল দিনরাতে মাত্র ৩।৪ ঘন্টা পড়াশুনা করে। তবে যেটুকু সে পড়ে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারেই।

কামরুলের খেলাধুলাতেও বেশ নাম আছে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতার সে বহু মেডেল ও শিল্ড পেয়েছে। সম্প্রতি দেশব্যাপী এক রচনা প্রতিযোগিতাতেও সে দ্বিতীয় হয়েছিল। খেলাধুলার মধ্যে ফুটবলই তার সবচেয়ে প্রিয়।

এসব কথা জানালেন কামরুলের বাবা, মা এবং তার বোন নাজনিন।

কামরুল এসএসসি পরীক্ষাতে ঢাকা বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম হয়েছিল। কামরুলের আদি বাড়ি রাজশাহীর আত্রাইতে।

জাকিয়া নুরুন্দীন

'আমি একজন ভালো ডাক্তার হয়ে গরীবদের চিকিৎসা করতে চাই। সারা দেশে ডাক্তারের বড় অভাব......।'

কথাগুলো অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বললো পাতলা ছিপছিপে গড়নের মেয়ে জাকিয়া নুরুন্দীন। সে ঢাকা বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় তৃতীয় এবং মহিলাদের মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম হয়েছে। জাকিয়া বিশিষ্ট উর্দু লেখক ও বাংলাদেশ ইস্পাত প্রকৌশল সংস্থার সচিব ডক্টর আবু সাঈদ নুরুন্দীনের ২ ছেলে, ২ মেয়ের মধ্যে সবচেয়ে বড়।

জাকিয়ার মা মিসেস রাজিয়া নুরুন্দীন একজন শিক্ষয়িত্রী।

'বিজ্ঞানকে কেন বেছে নিলেন'— জিজ্ঞাসা করতে জাকিয়া জানালো: বিজ্ঞান জীবনের প্রতীক। বিজ্ঞান সমস্যার সমাধান দিচ্ছে, দেবেও ভবিষ্যতে। তাই এটাকে বেছে নিয়েছি।

বর্তমান প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে জাকিয়ার মত: এখনই এর পরিবর্তন দরকার। তা না হলে বারবার প্রশ্ন ফাঁস হলে ভালো ছেলেমেয়েরা সবচেয়ে বেশী বিপাকে পড়ে।

মাহজাবীন আহমেদ

"পুলিশ অফিসারের মেয়ে মাহজাবীন আহমদ এবার ঢাকা বোর্ড থেকে কলা বিভাগে প্রথম হয়েছে।

সে একজন দক্ষ প্রশাসনিক অফিসার হতে চায়। আমাদের দেশে মেয়েরা এ বিভাগে যথেষ্ট পিছিয়ে রয়েছে বলেই সে এপথ বেছে নিতে চায়।

তার মতে: প্রচলিত পড়াশুনার নিয়মকানুন পরিবর্তন করে হাতে-কলমে শিক্ষার উপর আরো জোর দেয়া দরকার।

মাহজাবীন আহমদ ওরফে বেবী ২ ভাই ও ২ বোনের মধ্যে দ্বিতীয়। সে গড়ে ১০।১২ ঘন্টা পড়াশুনা করে।

পড়াশুনায় জাকিয়াকে তার মা, বাবা ছাড়া কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল মিসেস রীনা দাস সবচেয়ে বেশী অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। পড়ার ফাঁকে সে বিজ্ঞান পত্রিকা পড়তে এবং লতা মঙ্গেশকর, কিশোর কুমার, মুকেশ ও কাদেরী কিবরিয়ার গান শুনতে ভালবাসে।

বেবী পড়াশুনার ফাঁকে গল্পের বই পড়তে ভালবাসে। শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস তার সবচেয়ে প্রিয়। এছাড়া কাদেরী কিবরিয়া, পাপিয়া সারোয়ারের কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীতও শুনতে সে ভালোবাসে।

বেবীর বাবা পুলিশ ইন্সপেক্টর জনাব হোসেন আহমদ। বর্তমানে তিনি গবাদীপশু পালন মন্ত্রণালয়ের সচিবের দায়িত্বেও নিয়োজিত আছেন।